HUMAN RIGHTS WATCH

বিয়ে কর তোমার ঘর-বাড়ী ভেসে যাওয়ার আগেই

বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ

পরামশগুলি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি

- ২০১৫ সাল শেষ হওয়ার আগেই বাংলাদেশ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের(ঈগজঅ) ব্যাপক সংস্কারে সমর্থন দিন। এর মধ্যে রয়েছে-
    - ছেলে ও মেয়ের উভয়ের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ নির্ধারণ, এবং এই বয়সসীমার কোন ব্যতিক্রম না করা;
    - প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
    - পূর্ণ সম্মতি-কে বিয়ের মূল ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করা;
    - বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা;
    - যারা এর শিকার তাদের আইনগত সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া;
    - অভিযোগ আনার পদ্ধতি সহজ করা;
    - বাল্য বিবাহকে চ্যালেঞ্জ করার সময়সীমা আরও বৃদ্ধি করা;
    - যেসব কর্মকর্তা আইনভঙ্গ করেন, তাদের জরিমানার ব্যবস্থা করা
    - আইন প্রয়োগের জন্য কার্যকর একটি পদ্ধতি তৈরি এবং তা বাস্বায়ন করা

- বাল্য বিবাহ সম্পর্কিত যেসব লক্ষ্যমাত্রার কথা আপনি ২০১৪ সালে লন্ডন সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন (যেমন-১. ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের কমবয়সী মেয়েদের বিয়ে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া এবং এ সময়ের মধ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার এক-তৃতীয়াংশের বেশি কমিয়ে আনা; এবং ২. ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সব ধরনের বাল্য বিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া) সেসব অর্জনকে আপনার সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করুন এবং নিম্নোক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করুন যে, তা অর্জিত হয়েছে।

- সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বিস্তারিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিমাপযোগ্য একটি মধ্যবর্তী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ যাতে করে ২০২১ ও ২০৪১ সালের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেটির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা যায়;
- সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়কে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিন এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করুন;
- সরকারের ভেতর ও বাইরের সব অংশীদারকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করুন এবং তাদের মতামত নিন;
- এ প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ যেমন আর্থিক, জনবল ও প্রোগ্রামভিত্তিক নিশ্চিত করুন;
- জাতিসংঘ ও অন্যান্য দাতা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্য বিবাহ বন্ধের লক্ষ্য অর্জন করুন;
- প্রকাশ্য বক্তব্য ও সমর্থনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিন।

- বাল্য বিবাহ বন্ধে একটি জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটিকে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করুন।
    - মতামত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে সমর্থন দিন। সরকারের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, স্থানীয় ও ধর্মীয় নেতৃত্ব সবার মতামত নিয়ে এই কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করুন;
    - এই কর্ম-পরিকল্পনায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, প্রতিকার, বিবাহিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য সব সেবা উন্মুক্ত করা এবং জবাদিহিতা নিশ্চিত করার কৌশল ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করুন;
    - পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের সব উপাদান এতে যোগ করুন যাতে নীতি বাস্তবায়ন, প্রচারণামূলক কার্যক্রম ও সেবা দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় যেসব শিক্ষা পাওয়া যায় সেগুলোকে শনাক্ত করা যায়;
    - প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও অতি দরিদ্র সহ যেসব সম্প্রদায়ে বাল্য বিবাহের মাত্রা বেশি, তাদের দিকে যাতে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয় যে ব্যবস্থা করুন;
    - নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ধারা ২ এবং ধারা ১৬(১)(সি) থেকে বাংলাদেশের আপত্তি প্রত্যাহারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিন এবং অভ্যন্তরীণ আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করুন যাতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এই কনভেনশনটি পুরোপুরি অনুসরণ করছে;
    - জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯/১৫৬ প্রস্তাব ও ২০১৪ সালের এপ্রিলে ওএইচসিএইচআর(ঙঐঈঐজ)-এর প্রতিবেদনে বাল্য, আগাম ও জোরপূর্বক বিয়ে বন্ধে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করুন।
    - বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নেওয়া সিদ্ধান্তসমূহ, বাল্য বিবাহ সহ মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়কে এগিয়ে নেওয়া ও সংস্কারে বাংলাদেশের অঙ্গীকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় যাতে সচেতন থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন;
    - ২০১৫-পরবর্তী স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে, লৈঙ্গিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে ৫নং লক্ষ্যের আওতায় বাল্য বিবাহ বন্ধে একটি লক্ষ্যমাত্রাকে সমর্থন দিন।

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন সংস্কার করুন

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন পর্যালোচনায় সরকারের এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং নতুন বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে শিশুদের স্বার্থই যেন মূল বিবেচ্য বিষয় হয় এটা নিশ্চিত করা উচিত। যারা এ আইনের খসড়া করবেন তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে যাতে এ আইনের দ্বারা শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যাদের শিশু বয়সে বিয়ে হয়েছে তাদের কোনো ক্ষতি না হয়। ব্যাপকভিত্তিক একটি আইন তৈরির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী সব প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের সমস্ অংশীদারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়াটি হওয়া উচিত যাতে সর্বোচ্চ দৃষ্টি দেওয়া হবে এর প্রতিরোধের ওপর। নতুন আইনটি প্রয়োগে কার্যকর একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্বায়ন করতে হবে।

আইন সংস্কার প্রক্রিয়ায় যেসব সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নজর দিতে হবে তার মধ্যে রয়েছে-

ছেলে ও মেয়ে উভয়ের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ নির্ধারণ করা : কোনোভাবেই এ বয়সসীমার ব্যতিক্রম করা যাবে না। এমনকি বাবা-মা, আদালত বা অন্য কোনো কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষেও নয়।

প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্প্রসারণ : বর্তমান CMRA আইনে শুধু জোর দেওয়া হয়েছে বাল্য বিবাহ ঠেকাতে আদালত কী কী সিদ্ধান্ত এবং শাস্তি দিতে পারেন। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ রেখে দেওয়া উচিত। তেমনি বাল্য বিবাহ বন্ধে আরও ব্যাপক সামাজিক সহযোগিতা প্রয়োজন। পর্যালোচিত বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে (CMRA) প্রতিরোধ কার্যক্রম বাড়াতে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যেমন-বাল্য বিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, সবাইকে জন্ম নিবন্ধনে বাধ্য করা, বিবাহ নিবন্ধনকে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষায় সবার প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করা এবং মেয়েরা যাতে স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে সেটি নিশ্চিত করা। কোথাও ব্যক্তি বিশেষের বাল্য বিবাহের প্রস্তুতি চলছে সেটা জানতে পারলে তা কীভাবে ঠেকানো যায় তা-ও এতে বিস্তারিতভাবে থাকা দরকার। যেমন-বাল্য বিবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে এমন শিশুকে পর্যবেক্ষণ, নিষেধাজ্ঞা জারি ও সহায়তা দেওয়া। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে তাদের কী ভূমিকা থাকবে এবং কোথাও আইনের লঙ্ঘন ঘটলে কীভাবে তারা সাড়া দেবেন, এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা ও ফৌজদারী আদালতের বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

পূর্ণ সম্মতিকে বিয়ের মূল ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করা : বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন (CMRA) তো নিশ্চিত করবেই যে, বিয়েতে পাত্র-পাত্রী উভয়ই প্রাপ্তবয়স্ক, পাশাপাশি এমন ধারাও সংযুক্ত করতে হবে যা নিশ্চিত করবে যে, পাত্র-পাত্রী উভয়ই জেনে-বুঝে স্বাধীনভাবে পূর্ণ সম্মতি না দিলে কোনো বিয়ে সম্পন্ন করা যাবে না। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন (CMRA) সংস্কারের পাশাপাশি, ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কিত আইনগুলো যা নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং তার স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতির বিষয়টি অবমূল্যায়ন করে সেগুলোও সংস্কার করতে হবে। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে (CMRA) পাত্র-পাত্রীর বিকল্প হিসেবে

বাবা-মার সম্মতি সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা : বাংলাদেশের আইনে বৈবাহিক ধর্ষণ কোনো অপরাধ নয়। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের (CMRA) যে কোনো পর্যালোচনাতেই নতুন ধারা যোগ করতে হবে, যাতে পরিষ্কারভাবে বলা থাকবে বিয়ের পর সম্মতি ছাড়া যৌনমিলন ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা অন্য যে কোনো ধর্ষণের মতোই কঠোরভাবে শাস্যিোগ্য হবে ।

যারা বাল্য বিবাহের শিকার তাদের আইনগত সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া : এই আইনের দ্বারা বাল্য বিবাহের শিকার নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়েকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে আইনগত সহায়তা দিতে হবে এবং বিচারে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। তাদের আর্থিক ও সেবাখাতের বিশেষকৃত সামাজিক সহায়তাও দরকার, যা পর্যালোচিত বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের (CMRA) আওতায় নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কিত বাংলাদেশের আইনগুলো যার আওতায় বিয়ে ও বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়, সেগুলো নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। এ বৈষম্যমূলক আইনগুলো ব্যাপকভাবে সংস্কার করা উচিত যাতে মেয়েদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা যায় এবং নির্যাতনকারী স্বামীর হাত থেকে তাদের রক্ষা করা যায়। অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ে হওয়া মেয়ে এবং নারী, যারা স্বামীর ঘর ছেড়ে যেতে চায় তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের অবস্থান কী হবে সেটি নির্ধারণে তাদের হাতে সব ধরনের বিকল্প উপায় বাতলে দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে আইনগতভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া, বিচ্ছেদ যাতে বলা থাকবে সন্তান কার দায়িত্বে থাকবে, যৌথ সম্পদের বণ্টন ও রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে হবে এবং সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কে কীভাবে নেবে।

অভিযোগ আনার পদ্ধতি আরও সহজ করা : বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে(CMRA) কেউ কোনো অভিযোগ আনলে তাকে আদালতে একটি বিশেষ বন্ড বা কাগজে সই করতে হয়। পর্যালোচিত নতুন আইনে যে কেউ যাতে অভিযোগ আনতে পারে সে ব্যবস্থা করা উচিত। একই সঙ্গে যে কোনো ধরনের ফী বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা যা কাউকে অভিযোগ আনতে বিরত রাখতে পারে সেগুলো বাতিল করা উচিত। এই আইনটি এমনভাবে পর্যালোচনা করা উচিত যাতে পুলিশ কিংবা আদালতে কোনো অভিযোগ এলেই সেটির তদন্ত হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই আইনে এমন একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা উচিত যাতে অভিযোগ অনুসরণ, পর্যবেক্ষণ ও নিষ্পত্তি করা যায়। পুলিশ ও আদালত যাতে পরিপূর্ণভাবে সাড়া দেয় এটি নিশ্চিত করার স্বার্থে বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগগুলো কীভাবে তদন্ত করা হচ্ছে তা যেন প্রকাশ করা হয়, সে ব্যবস্থা করতে হবে।[১]

[১] এই অনুসরণ পদ্ধতি নতুন আইন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে কার্যকর হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আফগানিস্তানে ২০০৯ সালে প্রণীত নারী নির্যাতনবিরোধী আইনের কথা বলা যেতে পারে যা আফগান সরকার ও জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ করছে।

বাল্য বিবাহকে চ্যালেঞ্জ করার সময়সীমা আরও বৃদ্ধি করা : বর্তমান বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে(CMRA) বাল্য বিবাহকে চ্যালেঞ্জ করার সময়সীমা বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার দিন থেকে এক বছর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এটি একটি অযৌক্তিক সময়সীমা। এর ফলে অনেক মেয়ে, যাদের আদালতে যাওয়ার সামর্থ্য খুবই কম, যতদিনে তারা বিচার চাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে এবং সরকার বা আদালতের কাছে সহায়তা চাওয়ার অবস্থানে যায় তখন এটি তাদের বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। নতুন আইনে এই সময়সীমা বাড়ানো উচিত। পাশাপাশি এমন বিধান সংযুক্ত করা উচিত যাতে শুধু কোনো স্ত্রী বা স্বামী, যারা বিয়ের সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তাদের বিয়ে বাতিল ঘোষণার দাবি জানাতে পারেন, এই মর্মে যে, সেটি ছিল বাল্য বিবাহ। কোনো নারী যার সন্তানের ভরণ-পোষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন সে যেন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচ্ছেদ চাইতে পারে সেটি নিশ্চিত করতেই এ বিধানটি প্রয়োজন। অন্যথায় বিয়ে বাতিল ঘোষণা করলে তার আর্থিক দাবীও বাতিল হয়ে যাবে।

যেসব কর্মকর্তা আইন ভঙ্গ করেন প্রাথমিকভাবে তাদের জরিমানার ব্যবস্থা করা: বর্তমান বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে(CMRA) ফৌজদারী শাস্তির বিধান বাল্য বিবাহের সঙ্গে জড়িত দম্পতি, বাবা-মা, বিয়ে সম্পন্নকারী কর্মকর্তা সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। পর্যালোচিত আইনে (CMRA) সরকারকে সতর্কভাবে বিবেচনা করতে হবে যে, বিয়ে সম্পন্নকারী অথবা নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা, যারা সবচেয়ে ভালোভাবে বাল্য বিবাহ ঠেকাতে সক্ষম, তাদের কীভাবে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায়। যেসব কর্মকর্তা বাল্য বিবাহ পড়ান, নিবন্ধন করেন অথবা অন্য যে কোনোভাবে যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে, অবহেলাজনিত কারণে বা ঘুষের বিনিময়ে বাল্য বিবাহ ঠেকাতে ব্যর্থ হন, নতুন আইনে তাদের শনাক্ত করা ও শাস্তি দেওয়ায় কঠোর বিধান রাখতে হবে। একটি মেয়ের বাবা-মা ও স্বামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ আনার ক্ষতিকর পরিণতিগুলিও কর্তৃপক্ষকে সতর্কভাবে বিবেচনা করতে হবে।

আইন প্রয়োগের কার্যকর একটি পদ্ধতি তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা : বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের (CMRA) এটি বন্ধ করতে না পারার ব্যর্থতা শুধু সেকেলে একটি আইনের সমস্যা নয়, এটি ঠিকমতো প্রয়োগের সমস্যা। এ আইনে বাল্য বিবাহ অবৈধ বলা হয়েছে। কিন্তু তারপরও অনেকদিন ধরে বাংলাদেশে বাল্য বিবাহের হার বিশ্বে অন্যতম সর্বোচ্চ। এই থেকে বোঝা যায়, আইনটি প্রয়োগে সরকারের কোনো সদিচ্ছা নেই। এই আইনের মূল সমস্যা এটিই। এই প্রতিবেদনের জন্য গবেষণাকালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এমন অনেক ঘটনার কথা শুনতে পেয়েছে, যেখানে পুলিশ বাল্য বিবাহ ঠেকাতে হস্তক্ষেপ করেছে, কখনও কখনও গ্রেফতারের হুমকি দিয়েছে। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর একবারও কোনো বাবা-মা বা কর্মকর্তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি।

২০৪১ সালের মধ্যে বাল্য বিবাহ বন্ধে সরকারের উদ্যোগকে যথেষ্ট সহযোগিতা দিতে হলে নতুন বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনকে (CMRA) পরিপূর্ণ ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নতুন আইনের খসড়া তৈরির সময় সরকারকে সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে কী কী প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান

আইনটি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়নি। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে-আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর আইনটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে না পারার ব্যর্থতা, বাল্য বিবাহের শিকার ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা চাওয়ার সুযোগ-সুবিধার অভাব, জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন ব্যবস্থায় গলদ, যেসব সরকারি কর্মকর্তা জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাল্য বিবাহ ঠেকাতে ব্যর্থ হন তাদের কোনো শাস্তি ভোগ না করা, বাল্য বিবাহে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহযোগিতার অভাব, দুর্নীতি, জন সচেতনতার অভাব, মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখতে যেসব উদ্যোগ চালু আছে তাতে গলদ। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন(CMRA) পর্যালোচনাকালে সরকারের উচিত প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলায় আলাদাভাবে নজর দিয়ে সুনির্দিষ্ট ধারা সংযোজিত করা এবং তা বাস্বায়নে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা।

সংসদ সদস্য, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি-

- উপরে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তার আলোকে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন(CMRA) সংস্কারে একটি খসড়া তৈরি করে তাতে অনুমোদন দিন এবং নতুন এ আইনটি দ্রুত ও পরিপূর্ণভাবে বাস্বায়নে বিশেষভাবে নজর দিন।
- সব ধর্মের অনুসারীদের জন্য বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করুন। এর ডিজিটাল রেকর্ড তৈরি করুন, যা বিয়ের প্রমাণ হিসেবে সারা দেশ থেকে দেখা যাবে।
- বাংলাদেশের আইন ও নীতিগুলো বয়ঃসন্ধিকালের একজন মানুষের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করুন। বয়ঃসন্ধিকাল পার করা ছেলেমেয়েদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে এমন আইন ও নীতিগুলো সংস্কারের জন্য একটি পরিকল্পনা হাতে নিন এবং তা বাস্বায়ন করুন। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে মেয়েদের উপর নির্যাতন চক্র বন্ধে আঞ্চলিক সংসদীয় সেমিনার সমাপনীতে যেসব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তার আলোকে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে নির্যাতন বন্ধে সংসদের ভূমিকা বৃদ্ধি করুন।[২]
- সামাজিক নিরাপত্তার জন্য একটি ব্যাপক ভিত্তিক আইন প্রণয়ন করুন যাতে পরিষ্কারভাবে বলা থাকবে কীভাবে তালাকপ্রাপ্ত, স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থাকা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারী সামাজিক সহায়তা পাওয়ার উপযুক্ত হবেন।
- বিয়ে, স্বামীর কাছ থেকে আলাদা বসবাস করা, বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত আইনগুলোর ব্যাপকভিত্তিক সংস্কারের জন্য কাজ করুন। এ লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজের গ্রুপ যারা নারী অধিকার নিয়ে কাজ করছে এমন ব্যক্তিদের মতামত নিন। যারা সংখ্যালঘু নারীদের নিয়ে কাজ করছেন তাদেরও মতামত নিন। ধর্ম ও লিঙ্গের ভিত্তিতে কারো প্রতি বৈষম্য করবে না এমন আইন প্রণয়নে ভুক্তভোগী সব সম্প্রদায়ের মানুষকে সম্পৃক্ত করে অংশগ্রহণমূলক একটি প্রক্রিয়া চালু করুন।

[২] বাংলাদেশ সংসদ ও আন্তঃসংসদ ইউনিয়ন "এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে মেয়েদের উপর নির্যাতন চক্র বন্ধে আঞ্চলিক সংসদীয় সেমিনার সমাপনী।" http://www.ipu.org/splz-e/dhaka14/conclusions.pdf (March 19, 2015 - এ অ্যাকসেসকৃত)

ইতোমধ্যে বঞ্চণাকারী দিকগুলিকে দূর করতে এবং আইন প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে ব্যক্তিগত স্থিতি আইনের সংশোধন করুন।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি-
বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন-

- প্রতিবন্ধী এবং স্বল্প শিক্ষিতরাও বুঝতে পারে এমন গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করুন। এতে আগাম গর্ভধারণের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি, নারী শিক্ষার উপকারিতা, বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকারী আইন, যারা এ আইন ভঙ্গ করে তাদের কী ধরনের পরিণতি হতে পারে, বাল্য বিবাহের খবর প্রশাসনকে জানানোর উপায় এবং কীভাবে সাহায্য চাইতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জোর দিন।
- বাল্য বিবাহ ও জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার মূল কারণগুলো বের করতে যেসব কার্যক্রম চালু আছে তা বাস্ বায়ন, পর্যবেক্ষণ, এসবের কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং তা থেকে প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে কীভাবে এসব কার্যক্রমকে আরও উন্নত করা যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তহবিল সরবরাহ করুন এবং তাদের এসব কার্যক্রমের অংশীদার হন।
- বাল্য বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য মেয়েদের ক্ষমতাবান করে তুলতে সুশীল সমাজের সঙ্গে একযোগ হয়ে দেশব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণ করুন এবং তা বাস্বায়ন করুন। এই কার্যক্রমগুলো এমনভাবে প্রস্ত করুন যাতে মেয়েরা বাল্য বিবাহের ক্ষতিকর দিক ও এটি যে আইনগতভাবে অবৈধ সে বিষয়টি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পায়, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, যেমন মাসিকের পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন হয়, দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মজীবনের দিকনির্দেশনা পায় এবং সহযোগিতা পাওয়ার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানতে পারে।
- বাল্য বিবাহের ওপর নিয়মিত বিরতিতে জাতীয় শুমারির আয়োজন করুন যাতে এই সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্যগুলো বাল্য বিবাহের প্রবণতা এবং কোন কোন অঞ্চলে এর হার বেশি তা জানতে এবং কীভাবে তা প্রতিরোধ করতে হবে তা জানাতে কাজে লাগবে।

বিবাহিত মহিলাদের সহায়তা দিন

- বিবাহিত মহিলাদের আইনগত এবং কাউন্সেলিং সহায়তা দিন। তাদের আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে অথবা অন্যান্য এসে করার কার্যক্রম-দু'ভাবেই এটি করুন।

নারী এবং মেয়েদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বিপক্ষে লড়াই জোরদার করুন-

- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ পরিপূর্ণভাবে বাস্বায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

- প্রতিবন্ধী এবং স্বল্প শিক্ষিতরাও বুঝতে পারে এমন গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতার বিপক্ষে দেশব্যাপী সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু করুন। এতে স্বামীর বাড়িতে নারীর অধিকার, অর্থনৈতিক লোকসানের সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জোর দিন। পারিবারিক সহিংসতার বিপক্ষে এ আইনের আওতায় প্রতিকার চাইতে নারীকে উৎসাহিত করুন।
- নারীদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ান। প্রতি জেলায় অন্ত একটি আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির লক্ষ্য স্থির করুন। যেসব মেয়ে বাল্য বিবাহের হাত থেকে বাঁচতে চায়, স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর অথবা বিচ্ছেদের পর যেসব নারী ও মেয়ে অর্থনৈতিক টানাপড়েনের শিকার হয় অথবা যারা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন তারা যাতে এগুলোতে আশ্রয় পান সেটি নিশ্চিত করুন। নারী ও মেয়েরা যাতে এসব আশ্রয়কেন্দ্রের অস্তিত্ব এবং কীভাবে তাতে ঠাঁই পাওয়া যাবে তা জানতে পারে সে ব্যাপারে জনসাধারণকে অবহিত করুন।
- অন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করে এমন সব ব্যবস্থা নিন যাতে এসব নারী অস্থায়ী আবাস থেকে নিজস্ব আবাসস্থলে ফিরে যাতে পারেন, তাদের আয় রোজগারের একটা ব্যবস্থা হয় এবং তারা সামাজিক সাহায্য-সহযোগিতা পান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি-
মেয়েদেরকে স্কুল ছেড়ে দিতে দেবেন না

- সব ছেলেমেয়ের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করুন।
- নিম্ন আয়ের পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের সরঞ্জাম এবং প্রয়োজন পড়লে স্কুলের জন্য সুনির্দিষ্ট পোশাক সরবরাহ করুন। সুনির্দিষ্ট পোশাক ছাড়া স্কুলে আসা যাবে না-এ ধরনের বাধা-বিপত্তি কোথাও থাকলে তা তুলে নিন।
- পরীক্ষার সব ধরনের ফী বিলুপ্ত করুন।
- শিক্ষককে একটি পাঠক্রমের সবটুকু ক্লাসেই পড়াতে বলুন। বিশেষ করে:
- ''কোচিং''-অনেক গরিব ছাত্রছাত্রী যার ব্যয়ভার বহন করতে না পেওে অন্যায়ভাবে পিছিয়ে পড়ে তা নিষিদ্ধ করুন।
- সহায়ক ''গাইড বই'' যা ছাত্রছাত্রীদের কিনে পড়তে হয়, তার ব্যবহার কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ নিন। এগুলো পড়তে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা থেকে শিক্ষকদের বিরত রাখুন।
- সব স্কুলে মেয়েদের জন্য যাতে নিরাপদ এবং আলাদা ল্যাট্রিন থাকে সেটি নিশ্চিত করুন। মাসিকের সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য এতে যাতে প্রয়োজনী সামগ্রী থাকে সেটি নিশ্চিত করুন।
- যেসব ছাত্রছাত্রী স্কুলে কম আসে অথবা যারা একেবারেই আসা ছেড়ে দিয়েছে, তার কারণ জানতে এবং তাদের আবার স্কুলে ফিরিয়ে আনতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা যেন তাদের বাড়ি যান সে বিষয়ে তাদের আদেশ করুন।

- বিবাহিত শিশুদের স্কুলে ভর্তি অথবা পুনঃভর্তির জন্য তাদের কাছে পৌঁছাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।
- গর্ভবতী ছাত্রীরা যাতে স্কুলে থাকে অথবা পুনঃভর্তি হতে পারে এবং কোনো ধরনের বৈষম্যের শিকার না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- যেসব স্কুল ও কলেজে সমপরিমাণ ছাত্র ও ছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করুন।

শিক্ষায় প্রবেশাধিকার প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে সম্প্রসারিত করুন-

- সব শিশুই যাতে মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার পায় সেটি নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিন। শিক্ষা অবৈতনিক না হলে অথবা কোনো আর্থিক সহায়তা না পেলে যাদের পক্ষে এটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এমন শিশুরাও যেন কোনো বৈষম্যের শিকার না হয় এবং এতে প্রবেশাধিকার পায়।
- যেসব সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের স্থানীয় স্কুলে পড়ার সুযোগ নেই তাদের শনাক্ত করে তাদের জন্য নতুন স্কুল তৈরি করার মাধ্যমে শিক্ষায় সবার সমান অধিকারের বিষয়টি প্রাধান্য দিন।
- বৃত্তি কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করুন এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের মেয়েদের জন্য বিশেষ বৃত্তি চালু করুন যা ফলাফল নয়, বরং উপস্থিতির হারের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হবে।
- মেয়েদের, বিশেষ করে গরিব ঘরের মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর খরচ পুষিয়ে নিতে কিছু পদক্ষেপ ভেবে দেখুন। যেমন ছাত্রীদের গরম খাবার পরিবেশন, তাদের মাধ্যমে পরিবারকে খাবার সরবরাহ।
- মেয়েদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে নেওয়ার ওপর বাড়তি নজর দিন। তাদের প্রশিক্ষণ ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনায় সহায়তা দিন।

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনে স্কুলগুলোকে সংগঠিত করুন-

- বাল্য বিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং এটি যে বেআইনী তা পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক ব্যাপকভাবে যোগ করুন এবং ছাত্রছাত্রীদের বয়স যখন খুব কম সে সময় থেকেই এটি শুরু করুন।
- বাল্য বিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং এটি যে বেআইনী সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক ও স্কুল প্রশাসনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সহ স্কুলে বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করুন, যাতে তারা বাল্য বিবাহের ঝুঁকিতে আছে এমন ছাত্রীকে নজরে রাখতে এবং বাবা-মাকে বোঝাতে পারে।
- এমন একটি নীতি গ্রহণ করুন, যাতে প্রতিটি স্কুলকে তার কর্মকর্তাদের মধ্যে একজনকে দায়িত্ব দিতে হয় যিনি বাল্য বিবাহের ঝুঁকিতে আছে ও নির্যাতনের শিকার এমন ছাত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা দেবেন।
- যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে লড়তে স্কুলগুলোর সক্ষমতা বাড়ান। এর মধ্যে রয়েছে স্কুলগুলোর মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা, যাতে তারা যে কোনো হয়রানি পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং হয়রানি বন্ধে হস্তক্ষেপ করতে পারে। ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ যেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে সহায়তা দেয় এবং

কোনো ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগ থাকলে স্কুলপ্রধান যেন তা পুলিশকে জানান সে ব্যাপারে তাকে নির্দেশ দিন।

মেয়েদের ক্ষমতায়ন করুন-

- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর পরীক্ষা-উপযুক্ত এবং স্বতন্ত্র একটি বিস্তারিত অধ্যায় জাতীয় শিক্ষাক্রমে সংযুক্ত করুন এবং নিশ্চিত করুন, যাতে এটি সব স্কুলে পড়ানো হয়। বয়ঃসন্ধিকালীন মাসিক এবং মাসিকের সময় পরিচ্ছন্নতা কীভাবে ধরে রাখতে হবে এ অধ্যায়ে সে বিষয়গুলো যেন থাকে।
- ছাত্রীদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিন যাদের কাছ থেকে তারা জন্মনিরোধক সামগ্রী পেতে পারে। এটি নিশ্চিত করুন যে, প্রতিটি স্কুল যেন একজনকে দায়িত্ব দেয় যিনি ছাত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে তাকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করবেন ও জন্মনিরোধক সামগ্রী পাওয়ার পথ বাতলে দেবেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতি-

- সব স্কুল শিক্ষার্থীর জন্য যৌন ও প্রজনন শিক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ কিছু অধ্যায় তৈরি এবং তা বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করুন। এ অধ্যায়গুলো শিশুদের বাধ্যতামূলক পাঠক্রমের অংশ হিসেবে প্রথম দিকের শ্রেণীতে পড়াতে হবে এবং এর সঙ্গে জন্মনিরোধক সামগ্রী পাওয়ার অধিকারের বিষয়টিও সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকতে হবে:
  - বাল্য বিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং আগাম গর্ভধারণজনিত স্বাস্থ্যগত সমস্যা;
  - বয়ঃসন্ধিকালীন মাসিক সম্পর্কে ধারণা;
  - মাসিকের সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপায় সমূহ;
  - পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান জন্মের মধ্যে বিরতি;
  - গর্ভাকালীন যত্ন-সেবা ও দক্ষ প্রসূতি সেবার গুরুত্ব।
- স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোতে মেয়ে ও নারীদের যৌনতা এবং প্রজনন শিক্ষা, যেমন বয়ঃসন্ধিকালীন মাসিক সম্পর্কে ধারণা, মাসিকের সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপায় সমূহ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপ্তি বাড়িয়ে দিন, কীভাবে বিনামূল্যে জন্মনিরোধক সামগ্রী পেতে পারে সে সম্পর্কে তাদের সহায়তা দিন। এসব কার্যক্রমে দরিদ্র সম্প্রদায় এবং যেসব মেয়ে বাল্য বিবাহের ঝুঁকিতে আছে তাদের প্রাধান্য দিন।
- বিবাহিত মেয়েদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোতে এ প্রচেষ্টার ব্যাপ্তি বাড়িয়ে দিন। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যত্নের গুরুত্বের বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিন, প্রশিক্ষিত দাইয়ের মাধ্যমে সন্তান প্রসব এবং গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যত্নের জন্য যেসব সেবাকেন্দ্র রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে তাদের সংযোগ ঘটিয়ে দিন।

- সরকারী হাসপাতাল, জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রশাসনের নিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অল্পবয়সী মেয়েদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট চালু করুন যাতে, তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া যায় এবং জনসংখ্যার এ অংশটিকে অন্যান্য সহায়তাও দেওয়া যায়।
- যেসব মেয়ে পারিবারিক সহিংসতার শিকার তাদের আলাদাভাবে লক্ষ্য করে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা দিন। এর মধ্যে শারীরিক স্বাস্থ্যসেবা ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্য কাউন্সেলিং উভয়ই থাকবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতি-

- বাল্য বিবাহের সব অভিযোগের দ্রুত তদন্ত করুন। যখনই সম্ভব বাল্য বিবাহ বন্ধে হস্তক্ষেপ করুন। যেসব কর্মকর্তা বাল্য বিবাহ সম্পন্ন করেছেন অথবা ভুয়া জন্ম সনদ দিয়ে বাল্য বিবাহে সহায়তা করেছেন তারা সহ, যে কেউ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে (CMRA) কোনো অপরাধ করে থাকলে তার বিচারের ব্যবস্থা করুন।
- বাল্য বিবাহ সহ অন্যান্য নির্যাতন ও হয়রানির মুখোমুখি নারী ও মেয়েদের অভিযোগে কীভাবে আরও ভালোভাবে সাড়া দেওয়া যায় তার একটি পদ্ধতি বের করুন। অপরাধের শিকার নারীদের সহায়তায় পুলিশের প্রশিক্ষণ ও আচরণবিধি তৈরির একটি উদ্যোগ হাতে নিন। পাশাপশি আরও একটি উদ্যোগ হাতে নিন যাতে নারী ও মেয়েরা জানতে পারে যে, তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে পুলিশ তাদের সহায়তা করবে এবং কীভাবে এ সহায়তা চাওয়া যাবে এটাও জানতে পারবে।
- কেউ যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন লঙ্ঘন করছে এমন পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকলে, সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং তাকে বিচারের হাতে সোপর্দ করুন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতি-

- বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন প্রয়োগে তাদের কর্তব্যের কথা জানিয়ে স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের পরিষ্কার নির্দেশনা দিন।
- সব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জন্ম নিবন্ধনের অনলাইন তথ্যভান্ডার আছে সেটি নিশ্চিত করুন। এমন একটি নীতি চালু করুন যাতে কোনো জন্ম নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা বা তাকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়ার আগে সব কর্মকর্তা এ তথ্যভান্ডারের ভিত্তিতে তা যাচাই করে দেখবেন।
- এমন একটি পদ্ধতি চালু করুন যাতে স্থানীয় সরকারের কোনো কর্মকর্তা কোনো ভুয়া জন্ম সনদ দিলে তা জানা যায় এবং তদন্ত করে দেখা যায়। কোনো কর্মকর্তা কোনো ভুয়া জন্ম সনদ দিয়েছে এমনটা নিশ্চিত হওয়া গেলে, তাকে বরখাস্ত করুন এবং বিচারের হাতে আওতায় আনুন।
- সামাজিক সহায়তা উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করুন। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণের একটি পদ্ধতি চালু করুন।

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি-

- *কাজীদের* বিপক্ষে বাল্য বিবাহ নিবন্ধন ও সহায়তা দেওয়া এবং ভুয়া জন্ম নিবন্ধন সনদ পেতে সহায়তা করার অভিযোগ গ্রহণ ও তদন্তের একটি পদ্ধতি বের করুন। কোন *কাজী* এমনটি করেছে জানা গেলে দ্রুত তার লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা করুন।
- বাল্য বিবাহের বিষয়ে সামান্যতম ছাড় না দেওয়ার বিষয়টি *কাজীদের* জানিয়ে দিয়ে এ উদ্যোগকে সহায়তা করুন। যেসব এলাকায় বাল্য বিবাহের হার বেশি সেখানে সক্রিয়ভাবে *কাজীর* কাজকর্মের তদন্ত করুন।
- বিয়ে সম্পন্ন করার সময় সরকারী অনলাইন তথ্যভান্ডার থেকে পাত্র-পাত্রীর জন্ম নিবন্ধন যাচাই করে নিতে কাজীদের নির্দেশ দিন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতি-

- বিদ্যমান সামাজিক সহায়তা কাজকর্ম, কারা এসবের আওতায় সহায়তা পাওয়ার উপযুক্ত, প্রান্তিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত সম্প্রদায়ের লোকজন কীভাবে এসব সহায়তা পেতে আবেদন করতে পারে-এই সমস্ত তথ্য ছড়িয়ে দিতে প্রতিবন্ধীরা বুঝতে পারে এমন গণমাধ্যমসহ সব ধরনের গণমাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করুন।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত সম্প্রদায়ে এই সহায়তা কার্যক্রমগুলো আরও সম্প্রসারিত করুন। সহায়তাপ্রাপ্তির উপযুক্ততা নির্ধারণ এবং আবেদন প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনুন।
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে যেসব পরিবারে এই ধরনের ঝুঁকিতে থাকা মেয়ে রয়েছে তাদের লক্ষ্য করে বিশেষ সহায়তা প্রকল্প (দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনা ও দুর্যোগকালে সাড়া দেওয়া) হাতে নিন।
- স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে এসব সহায়তা কার্যক্রম আরও ভালোভাবে দেখাশোনা করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন যাতে যাদের জন্য এ কার্যক্রম শুধু তারাই সাহায্য পায় এবং যে কোনো ধরনের দুর্নীতি বা তহবিলের অপব্যবহার শনাক্ত করা যায়।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি-

- স্কুল, স্থানীয় নেতা-নেত্রী, এনজিও(NGO) এবং পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করুন যাতে কোনো বাল্য বিবাহের যে কোনো আয়োজন আগে থেকেই অনুমান করা যায় এবং বিয়ে হয়ে যাওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। অন্যত্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে এলাকায় কোনো লোকজন বিয়ে করতে এলে তাদের প্রতি নজর রাখুন।
- স্কুলগামী মেয়েদের যে কোনো হয়রানি শনাক্ত ও বন্ধ করতে পুলিশ ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে কাজ করুন।

- ভুয়া জন্ম সনদ দেওয়া ঠেকাতে এবং যেসব কর্মকর্তা ভুয়া জন্ম সনদ দেন তাদের শাস্তি দিতে কঠোর নীতি গ্রহণ করুন।
- বাল্য বিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন (CMRA) সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বাড়াতে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে কাজ করুন এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রমে তাদেরও জড়িত করুন।

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো ও জাতিসংঘের প্রতি-
বাংলাদেশ সরকারকে নিচের কাজগুলো করতে আহ্বান জানান-

- সবার বিস্তারিত মতামত প্রক্রিয়া ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ বন্ধে একটি ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় কর্মকৌশল গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করুন এবং এটি বাস্তবায়নে সহায়তা দিন।
- ২০১৫ সালের মধ্যেই আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন (CMRA) সংস্কারে বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করুন।
- বাল্যবিবাহ, আগাম ও জোরপূর্বক বিয়ে বন্ধে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাগুলোর খুঁটিনাটি যাচাইয়ের বিষয়টি মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সংলাপ ইত্যাদিতে যুক্ত করুন।

বাল্য বিবাহ বন্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টাকে সহায়তা দিন-

- ২০১৫-পরবর্তী স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আওতায় লৈঙ্গিক সমতা অর্জন, নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক ৫নং লক্ষ্য অনুসারে বাল্য বিবাহ বন্ধের বিষয়টিকে সমর্থন দিন।
- বাংলাদেশসহ যেসব দেশে বাল্যবিবাহ, আগাম ও জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার হার বেশি, সেখানে আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা চালু বা শক্তিশালী করা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অন্যান্য সহায়তার সঙ্গে এটিকে সমন্বিত করুন।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর কর্মকাণ্ড সমূহে অর্থায়ন করুন-

- বাল্যবিবাহ, আগাম ও জোরপূর্বক বিয়ে প্রতিরোধ কৌশল ও বিবাহিত মেয়েদের সহায়তা কর্মকাণ্ডগুলো সমন্বিত করুন। এটি হতে পারে বাল্যবিবাহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয়টি শিক্ষা, মাতৃস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ প্রস্তুতি/সাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মোদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত করা। এ কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষায় মেয়েদের প্রবেশাধিকার, যার মধ্যে বিবাহিত মেয়েদের স্কুলে ফিরে আসার বিষয়টিও থাকবে, বয়ঃসন্ধিকাল পার হওয়া মেয়েদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার, বিবাহিত মেয়ে সহ অন্য মেয়ে ও তার পরিবারের সদস্যদের আয়ের সুযোগ সম্প্রসারণ, বাল্য বিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং দেরিতে বিয়ে দেওয়ার সুফল সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি, যেসব মেয়ে বাল্য বিবাহ ও জোরপূর্বক বিয়ের ঝুঁকিতে আছে তাদের সুরক্ষা, বিচার ও প্রতিকারে সহায়তা দেওয়া।

- প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত সব ব্যয় বিলুপ্ত করে মেয়েদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বাড়াতে উদ্যোগ নিতে বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানান এবং তাদের সহায়তা দিন। শিক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক দাতাদের অর্থায়নে শিক্ষা ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হবে তাতে যেন এ উদ্যোগগুলো ভালোভাবে থাকে সেটি নিশ্চিত করুন।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা পাঠ্যক্রম,যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড রক্ষা করবে এবং যেখানে বয়ঃসন্ধিকালীন মাসিক ও মাসিকের সময় পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনা সহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টিও থাকবে - তা চালু করতে বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানান এবং তাতে সহায়তা দিন। এ পাঠক্রমটি পরীক্ষা উপযুক্ত এবং স্বতন্ত্র একটি বিষয় হিসেবে পড়াতে হবে।

বাল্য বিবাহের শিকার যারা তাদের সহায়তা দিন-

- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার যারা তাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র তৈরিতে এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা দিন।
- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়েছে এমন মেয়েদের দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়ে শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলে মেয়েদের আইনগত সহায়তা উদ্যোগের সমর্থন সম্প্রসারণ করুন।
- বিচার বিভাগের যে অংশটি নারীর প্রতি বৈষম্যবিষয়ক আইন ও মামলা নিয়ে কাজ করে তার সংস্কারে সমর্থন দিন।

গবেষণা কার্যক্রমকে সমর্থন দিন-

- বাংলাদেশে বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়ের অন্তর্নিহিত কারণ এবং এগুলো মোকাবেলায় করণীয় কী কী তা ভালোভাবে বুঝতে, বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়ে নিয়ে বিদ্যমান কর্মকাণ্ডগুলোর কার্যকারিতা বুঝতে, সেগুলোর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে, কার্যকর উপায় সম্পর্কে তথ্য আদান-প্রদানে এবং এসব তথ্য ব্যবহার করে পরিকল্পনাগুলোকে আরও উন্নত করতে যেসব কার্যক্রম চালু আছে তা বাস্তবায়নে বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সহায়তা দিন।
- যেসব কর্মকাণ্ড ও কৌশল কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে তা ফের চালু করতে এবং সম্প্রসারণে সমর্থন দিন।